দৈনিক ইত্তেফাক

১০

তারিখ ... MAY 01 2000
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪

উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে সিন্ডিকেটের বৈঠক

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে অনশন ও ঘেরাও অব্যাহত

চট্টগ্রাম অফিস ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়া ক্যাম্পাসে অনশন, অবরোধ এবং সিন্ডিকেট বৈঠক পাশাপাশি চলিতেছে। গত শনিবার হইতে সাধারণ শিক্ষার্থী সমাজের ব্যানারে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ক্যাম্পাসের একাডেমিক ভবনের সম্মুখে বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার দাবীতে আমরণ অনশন

(২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃঃ পর)

অব্যাহত রাখিয়াছে। গতকাল রবিবার বিকালে ভিসিসহ সিন্ডিকেট সদস্যরা অনশনকারীদের অনশন ভাঙ্গার অনুরোধ করিলেও ছাত্র-ছাত্রীরা তাহা প্রত্যাখ্যান করে। ভিসি অধ্যাপক আবদুল মান্নান অতি সত্বর বিশ্ববিদ্যালয় সচল করার আশ্বাস দিলেও অনশনকারীরা ঐ মুহূর্তেই ঘোষণা দাবী করে। ইহার পর ভিসিসহ সিন্ডিকেট সদস্যরা বিফল হইয়া ফিরিয়া আসেন। অনশনকারীদের মধ্যে একজন মেয়েসহ ৫ জন অসুস্থ হইয়া পড়ে। তাহাদের মধ্যে একজনকে স্যালাইন দেওয়া হইয়াছে। গতকাল সাধারণ শিক্ষার্থী সমাজের সহিত সংহতি প্রকাশ করিয়া ক্যাম্পাসের ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে গঠিত ক্যাম্পাস স্টুডেন্ট সলিডারিটিও অনশন কর্মসূচী শুরু করিয়াছে।

গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য বিশ্ববিদ্যালয় চালু ও সকল খুনের বিচারের দাবীতে গতকাল বিকাল হইতে সিন্ডিকেট বৈঠক স্থলের সম্মুখে ঘেরাও করিয়াছে। সিন্ডিকেট বৈঠক স্থল ঘেরাও পূর্ব গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য অপরাহ্নে ক্যাম্পাসে মিছিল বাহির করে এবং প্রশাসনিক ভবন সম্মুখে সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আহসান কবীর বেঙ্গল, নূর সাফা জুলহাজ, রাহাত উল্লাহ জাহিদ, আবু সাঈদ সোহেল। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাস চালুর সুস্পষ্ট ঘোষণা না আসা পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত থাকিবে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের উদ্যোগে ক্যাম্পাসস্থ সিন্ডিকেট বৈঠক স্থল ঘেরাও কর্মসূচী গ্রহণ করে। ছাত্রলীগ বলিয়াছে, সিন্ডিকেট বৈঠকে ছাত্রলীগের কোন নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় অচল করিয়া দেওয়া হইবে। উল্লেখ্য, গত ১৯শে ডিসেম্বর ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবিরের কর্মীদের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধে ২ জন শিবির কর্মী নিহত হয়। উক্ত সহিংস ঘটনার ব্যাপারে একটি তদন্ত রিপোট সম্প্রতি পেশ করা হইয়াছে। ইহাছাড়া ইতিপূর্বে শিবিরের অপর কর্মী জোবায়ের হত্যার ব্যাপারেও একটি তদন্ত রিপোর্ট ভিসির নিকট পেশ করা হইয়াছে। এ দুইটি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট গতকাল রবিবার সিন্ডিকেট বৈঠকে পর্যালোচনা করার কথা। ঐ দুইটি তদন্ত রিপোর্টের আলোকে ছাত্রলীগের কয়েকজনের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে সংবাদে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা সিন্ডিকেট বৈঠক ঘেরাও করিয়া রাখে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গতকালের সিন্ডিকেট সভায় এজেন্ডায় তদন্ত রিপোর্টের ব্যাপারে কোন এজেন্ডা না থাকিলেও ভিসি আন্দোলনরত সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যকে জানাইয়াছে, বৈঠকে টেবিল এজেন্ডা হিসাবে তদন্ত রিপোর্ট বৈঠকে উত্থাপন করা হইবে। ভিসির উক্ত আশ্বাসের প্রেক্ষিতে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য আগামী ২রা মে বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সহিত বৈঠকে রাজী হয়। সর্বদলীয় ছাত্র- ঐক্যের এক নেতা জানান, তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বৈঠকে উত্থাপন না হইলে কর্তৃপক্ষের সহিত তাহারা বৈঠকে যাইবে না। রাতে এ সংবাদ লেখা পর্যন্ত সিন্ডিকেট বৈঠক, অনশন, ঘেরাও অব্যাহত ছিল।